ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৩

অনলাইনে তথ্য প্রবাহে সকল নাগরিকের সম অধিকার চাই

২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার কর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে প্রথম বাৎসরিক ভিত্তিতে 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' পালনের ঘোষণা আসে।[১] যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জিত হয় ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সম্মলেনে 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে।[২] এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ এর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] এ বছর ইউনেস্কো দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– ***'তথ্যের অবাধ প্রবাহে অনলাইন স্পেসের গুরুত্ব' (the importance of the online space for access to information)***।[৪]

সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য অধিকার। জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদেও তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ ১৯৬৬ (অনুচ্ছেদ ১৯) এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদসহ[৫] [অনুচ্ছেদ ১০ (৩)] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ এ উল্লিখিত টেকসই উন্নয়ন ও সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এসডিজি ১৬.১০– এ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯: প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কঠোরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধের অনুঘটক হিসেবে এই আইনটি প্রণীত হয়েছে, যার স্বীকৃতি আইনের প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনকে সকল পর্যায়ে ক্ষমতার চর্চাকে জনগনের কাছে জবাবদিহিতা করা এবং জনগনের বাস্তব ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

টিআইবিসহ বিভিন্ন মহলের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন", Right To Information (RTI) Act-2009, পাশ করা হয়। আইনটি অনেক শক্তিশালী[৬] হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে এর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তথ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশের অভাব এবং তথ্য গোপন রাখার সংস্কৃতির কারণে আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সংশ্লিষ্টদের অনেকের কাছেই আইনটির তাৎপর্য সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তথ্য কমিশনের বার্ষিক তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২২ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে সর্বমোট আবেদনের সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯১৮টি, প্রতিবছর গড়ে ১১ হাজার ৩৭৮ টি। ২০০৯-২০২২ সময়কালে আবেদনের প্রেক্ষিতে মোট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে ১ লাখ ৪২ হাজার ৩২২টি। তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়েরের সংখ্যা ৫ হাজার ৫০০টি। ২০২২ এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করা হয়েছে ১৮,৩৭৭টি, যা গত বছরের তুলনায় ১১ হাজার ১২৪টি বেশি।[৭] অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে সাধারণের ধারণা এবং এই অধিকারের প্রয়োগে নাগরিকের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে এটি এখনও যথেষ্ট নয়।

তথ্য অধিকার আইনকে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্য ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় *আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম* চালু করা হয়েছে বলা হলেও, তা সর্ব সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। আবার তথ্য কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা[৮] থাকলেও তা সব প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি পালন করে না। রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভাব; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আইনটির ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না থাকা; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যেমন:- অনান্য কর্মকর্তাদের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে সঠিক তথ্য সরবরাহ না থাকা, দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সরবরাহের ঘাটতি; তৃণমূল পর্যায়ে আইনটির বিষয়ে পর্যাপ্ত ও যথাযথ জ্ঞানের অভাব; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপের অভাবে আইনটি এখনও কাগজের আইন হিসেবে রয়ে গেছে। পাশাপাশি, আইনটি বাস্তবায়নে অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেমসহ তথ্য প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনও সম্ভব হয়নি।[৯] বিশেষ

---

[১] International Day for Universal Access to Information | United Nations
[২] https://www.unesco.org/en/days/universal-access-information
[৩] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/318/39/PDF/N1931839.pdf?OpenElement
[৪] https://www.unesco.org/en/articles/international-day-universal-access-information
[৫] United-Nations-Convention-Against-Corruption.pdf
[৬] Global Right to Information Rating 2019 | countryeconomy.com
[৭] তথ্য কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী
[৮] তথ্য কমিশন, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা
[৯] তথ্য কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন

করে, অনলাইনভিত্তিক ডিজিটাল মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনার কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতি এবং যতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে তাতেও আপামর জনগন, বিশেষ করে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগনের অভিগম্যতার ঘাটতি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও তথ্য- উপাত্তের ঘাটতি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে তথ্য-উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। জাতিসংঘ বলছে, উপাত্তের ব্যবহার এবং এর বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে এসজিডি বা টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বিশাল ভূমিকা রাখবে। উপাত্তের মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব যে রাষ্ট্র বা সমাজ সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা, কারণ উপাত্ত আমাদের সঠিক চিত্রটি দেখাতে সাহায্য করে। মানুষ তার ন্যায্য অধিকার কতটুকু পাচ্ছে, উন্নয়নের সুফল সাধারণ জনগন ভোগ করছে কি-না ইত্যাদি বিশ্লেষণ-নির্ভর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্য-উপাত্ত অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। তাই উপাত্ত বা তথ্য লুকানো, এটিকে সহজলভ্য, ব্যবহারযোগ্য ও সুবিন্যস্ত না করে রাখা, অথবা এর দুষ্প্রাপ্যতা একটি দেশের সুশাসন ও ন্যায্যতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবন্ধক স্বরূপ।[১০]

বাংলাদেশে জনগণের তথ্যে অভিগম্যথা নিশ্চিতের জন্য সরকারের তথ্য বাতায়ন, ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা পোর্টাল[১১] রয়েছে। আবার 'উন্মুক্ত সরকারি উপাত্ত কৌশল' বা 'Open Government Data Strategy'- এ উপাত্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[১২] পাশাপাশি, সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১"- তে গণতন্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সচেতন সমাজ গড়ায় তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বের কথা ও আইনটি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারের কথা বলা আছে।[১৩] অথচ এতকিছুর পরও যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকে না, থাকলেও তা গোছানো অবস্থায় পাওয়া যায় না, হালনাগাদও করা হয় না। ফলে একদিকে যেমন তথ্য প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয় অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তথ্যের প্রাপ্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

হতাশাজনক ব্যাপার হচ্ছে, দেশের জনসংখ্যা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কাছে হালনাগাদ তথ্য নেই।[১৪] বেশ কয়েক বছরের পুরোনো তথ্যের ভিত্তিতেই চলছে নানা কার্যক্রম। ফলে একদিকে যেমন সঠিক পরিকল্পনা করা যায় না, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রেটিংয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই এমন খবর গণমাধ্যমসূত্রে জানা যাচ্ছে।[১৫] সাম্প্রতিক সময়ে, সারা দেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়েও রোগীদের আক্রান্ত হওয়ার সঠিক সংখ্যা বা বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।[১৬]

অর্থপাচার বন্ধ বা পাচার হয়ে যাওয়া টাকা দেশে ফেরানোর জন্য নানা বাগাড়ম্বর থাকলেও অর্থপাচার রোধে বাংলাদেশ এখন অবধি ব্যর্থ বাংলাদেশ। যার অন্যতম কারণও হলো যথাযথ তথ্য না থাকা। অর্থপাচারের পরিমাণ, প্রক্রিয়া বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই এবং পাচারকৃত অর্থের পরিমাণও নির্ধারণ করতে পারছে না সরকার। ফলে অর্থ পাচারকারীরা নির্বিঘ্নে রয়ে যাচ্ছে বিচারের আওতার বাইরে। অন্যদিকে সঠিক তথ্য উপাত্ত ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন জাতীয় বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তেমনি প্রণয়ন করা যাচ্ছে না নির্দিষ্ট জনবান্ধব পলিসি।[১৭] তথ্যের এই অপ্রতুলতা তথ্যের প্রচার ও প্রসারকে ক্রমাগত ব্যহত করার পাশাপাশি তথ্যের অধিকার নিশ্চিতে নি:সন্দেহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। টিআইবির প্রকাশিত 'তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন' শীর্ষক গবেষণাতে সরকাারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বপ্রণোদিত তথ্য ঘাটতির চিত্র হতাশাজনক। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস তথা উপযোগিতা, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। ফলাফল বলছে, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশের অবস্থা সন্তোষজনক, ৫৪ শতাংশ অপর্যাপ্ত এবং প্রায় ৮.৫ শতাংশের স্কোর উদ্বেগজনক।[১৮] এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হতাশাজনকভাবে দুর্বলতর।

তথ্য অধিকার ও অনীহা

সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকতাদের মাঝে তথ্য প্রদানে অনীহার নানাবিধ উদাহরণ রয়েছে। তথ্য চাওয়ায় মারধরসহ বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেওয়ার নজির রয়েছে।[১৯] তা ছাড়া, ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত এখনো তথ্য অধিকার আইনের আওতা বহির্ভূত।

---

[১০] https://www.un.org/en/global-issues/big-data-for-sustainable-development
[১১] http://data.gov.bd/about-us
[১২] 'উন্মুক্ত সরকারি উপাত্ত কৌশল' থেকে প্রাপ্ত তথ্য
[১৩] প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ হতে প্রাপ্ত তথ্য
[১৪] হালনাগাদ তথ্য নেই বিবিএস'র হাতে (rajshahinews24.com)
[১৫] https://www.dhakapost.com/health/176776
[১৬] https://www.amarsangbad.com/today-newspaper/news/264828
[১৭] https://www.tbsnews.net/economy/lack-data-key-challenge-ensuring-transparency-accountability-347041
[১৮] https://www.ti-bangladesh.org/images/2021/report/UP_RTI_Ranking_FullRep_050821.pdf
[১৯] পল্লীতলায় তথ্য চাওয়ায় সাংবাদিক হেনস্থা ও হুমকির শিকার, প্রকাশকাল: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, বাংলার সকাল-২৪

তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ও টিআইবি

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের সক্রিয় অংশীজন হিসেবে ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছর টিআইবি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতিবছরের মতো এ বছরও টিআইবি "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩" উপলক্ষে মাসব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) অঞ্চলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে–

- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ টিআইবি ও কাপেং ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিভিন্ন জেলা ৩০ জন আদিবাসী তরুণকে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জবিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে।
- তথ্য অধিকার আইনকে তরুণ প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রচারণার লক্ষ্যে "কার্টুনভিত্তিক স্টিকার" প্রকাশ করা হয়েছে।
- সারা দেশে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, র‍্যালিসহ বিভিন্ন আয়োজন করা হয়েছে।
- সনাক পর্যায়ে তরুণ প্রজন্মের জন্য টিআইবির প্ল্যাটফরম ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপদের নিয়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে ৪৫টি অঞ্চলে তথ্য মেলা করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টাল বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে অধিপরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩

টিআইবির আহ্বান নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে তথ্যের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তাই আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে টিআইবির আহ্বান হচ্ছে–

- সরকারি ও বেসরকারি সকল ওয়েবসাইট যেন হালানাগাদ, সুবিন্যস্ত, আকর্ষণীয় ও ইন্টারঅ্যাকটিভ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;
- তথ্য প্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহারের উপযোগী অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে, গ্রাম পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত সকল জনগোষ্ঠীসহ সাধারণ নাগরিকের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে;
- ডিজিটাল ডিভাইড প্রতিহত করে সকল নাগরিকের জন্য সমান ডিজিটাল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯– এর পরিপন্থি বিদ্যমান আইনসমূহ সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে,
- নতুন কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থি বা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো ধারা যাতে সংযোজিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে;
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তি ও নিরাপত্তাসহ আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান করতে হবে;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টির আরো কার্যকরি প্রণোদনামূলক উদ্যোগ নিতে হবে;
- তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রমে সুশীল সমাজ, জনগণ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের তদারকি বাড়াতে হবে। বেসরকারি সংস্থা ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে তথ্য কমিশনের সহযোগিতা ও অংশীদারত্বমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারন করতে হবে;
- সর্বোপরি, তথ্য অধিকার নিশ্চিতে গণমাধ্যমকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, তথ্য কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; https://www.facebook.com/TIBangladesh